ISSN NO.-2454-1605

রহস্যাবৃত পটুয়া সম্প্রদায়ের জীবনচর্যা ঃ প্রসঙ্গ গোকর্ণ

প্রাবন্ধিক ঃ দীপাঞ্জন দে*

সারাংশ ঃ মুর্শিদাবাদ জেলার সদর বহরমপুর থেকে কান্দি যাওয়ার পথে গোকর্ণ নামক একটি গ্রাম পড়ে। এই গ্রামের একটি অংশে বেশ কয়েকটি পটুয়া পরিবারের বাস লক্ষণীয়। প্রাচীন ঐতিহ্যমন্ডিত এই বিশিষ্ট লোকশিল্পী সম্প্রদায়ের খোঁজ পশ্চিমবঙ্গের যে নির্দিষ্ট কিছু অঞ্চলে পাওয়া যায় তারমধ্যে গোকর্ণ গ্রাম একটি। মুর্শিদাবাদ জেলার আরো কয়েকটি গ্রামে এই পটুয়া সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব দেখতে পাওয়া যায়। তবে এই জেলায় বর্তমানে খুব কম সংখ্যক পটুয়া পরিবার রয়ে গেছে। একদা মুর্শিদাবাদ জেলার পটচিত্রের খুব সুনাম ছিল। দেশ বিদেশের বিভিন্ন সংগ্রহশালায় এই জেলার পটচিত্র সংরক্ষিত রয়েছে। এক্ষেত্রে এই জেলার 'গণকর' ঘরানার পটচিত্রের সুখ্যাতির কথা বলা যায়। কিন্তু বর্তমানকালে এই জেলার পটচিত্রের অবস্থা করুণ। গোকর্ণও এক্ষেত্রে ব্যাতিক্রম নয়। আমার এই নিবন্ধে গোকর্ণের পটুয়া সমপ্রদায়ের লুপ্তপ্রায় শিল্পের সঙ্গে সঙ্গে তাদের জীবনের কয়েকটি ধোঁয়াশাময় দিকের প্রতি আলোকপাত করা হয়েছে।

সূচক শব্দ ঃ পটুয়া , পটচিত্র , ম্লেচ্ছ , গণকর , গোয়াল কাড়া,খিচ গোবর , পাল , ধুপসী , ছড়া , ভানানি , ঢেঁকিশাল , ঐস্লামিক , বেদে ।

প্রাচীন জনজাতি পটুয়া সম্প্রদায়ের ক্রমবিবর্তনের পরতে পরতে রয়েছে বিস্ময়াবিষ্টতা এবং কিংবদন্তির গমনাগমন।পটুয়া সম্প্রদায়ের জন্মকাহিনী ,তাদের পটচিত্র ,হিন্দুসমাজে তাদের পতিত হওয়া ইত্যাদি সম্পর্কে প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যিক উপাদান সমূহে একাধিক আকর্ষণীয় কাহিনী লিপিবদ্ধ রয়েছে। কথিত আছে অশাস্ত্রীয় চিত্র অঙ্কন করায় ব্রাহ্মণদের অভিশাপে এদের সামাজিক অবনমন ঘটে। তারপর থেকেই পটুয়া সম্প্রদায় সমাজে প্রান্তিক অবস্থানে বিরাজ করছে। পটুয়াদের হিন্দুসমাজে পতিত হওয়া নিয়ে আরো লোককথা রয়েছে। তবে একদা হিন্দু সমাজব্যাবস্থায় ক্রমোচ্চস্থানে থাকা পটুয়ারা যে ব্রাহ্মণদের দ্বারা 'ম্লেচ্ছ' (যবন) হিসেবে চিহ্নিত হয় এবং পরবর্তীতে হিন্দু ও মুসলমানদের মাঝামাঝি এক অবস্থান গ্রহণ করে, সেটাই এই সম্প্রদায়কে বিশিষ্টতা প্রদান করে।

কৌলিক পেশাচ্যুত গোকর্ণের পটুয়া সম্প্রদায় : এই পটুয়া সম্প্রদায়ের দেখা মেলে পশ্চিমবঙ্গের নির্দিষ্ট কয়েকটি অঞ্চলে ।মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দি থানার অন্তর্গত গোকর্ণ গ্রামটির কথা এপ্রসঙ্গে বলা যায়। এই গ্রামটিতে বর্তমানে ত্রিরিশোর্ধ পটুয়া পরিবারের বাস রয়েছে।[১] তবে

*অতিথি অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, চাপড়া বাঙ্গালঝি মহাবিদ্যালয়, নদীয়া।

এই গ্রামের বেশিরভাগ পটুয়াই তাদের ঐতিহ্যমন্ডিত লোকশিল্প পটচিত্র অঙ্কন ও সংগীত সহযোগে তা দেখিয়ে জীবিকা নির্বাহ থেকে বিরত হয়েছেন। গোকর্ণ গ্রামের কেবল দুটি পরিবারের সন্ধান পাওয়া যায় যারা এখনও প্রাচীন পটচিত্রের সাথে যোগসূত্রতা বজায় রেখেছে। একটি পরিবার পটচিত্র অঙ্কনের সাথে যুক্ত রয়েছে এবং আরেকটি পরিবার গান সহযোগে পটচিত্র প্রদর্শনের সাথে যুক্ত রয়েছে ।প্রথম পটুয়া পরিবারটির দুই ভাই প্রসেনজিৎ পটুয়া (২৭) ও অচিন্ত্য পটুয়া (২৬) পটচিত্র অঙ্কন করতে পারলেও তারা পটের খেলা দেখাতে পারেন না।[২] আবার তাদের পরিবারের অন্য কেউ এই শিল্পের সাথে যুক্ত নন। প্রসেনজিত পটুয়ার বাবা সুনীল পটুয়া (৫২) কলকাতা পুলিশের কনস্টেবল।প্রসেনজিৎ পটুয়া নিজেও বহরমপুরের গোয়ালজান রিফিউজি হাইস্কুলে পিওন পোস্টে কাজ করেন।তার ভাই অচিন্ত্য পটুয়া ভেটেরিনারি কাজের সাথে যুক্ত। আর বাড়ির মহিলারাও পটশিল্পের সাথে যুক্ত নন। সুতরাং এই পরিবার পটশিল্প কেন্দ্রীক জীবিকা নির্বাহ করে না। তবে গোকর্ণের পটচিত্র যেটুকু দৃশ্যত হয় তা প্রসেনজিৎ পটুয়া ও অচিন্ত্য পটুয়ার চিত্রের মধ্যে ।এই দুই ভাই তাদের পটচিত্রের সংরক্ষণ করে প্রয়োজন মত বিপণন করেন।[৩] এরা নতুন প্রজন্মের পটুয়া যারা পটচিত্র অঙ্কনকে চর্চার মধ্যে রাখতে চাইছেন। কিন্তু এদের আগের প্রজন্মের পটচিত্রের হদিস গোকর্ণ থেকে পাওয়া যায় না।প্রসেনজিৎ পটুয়ার পিতা বা পিতামহ-র থেকে পট আঁকার ধারা বয়ে আসেনি।

গোকর্ণ গ্রামের ক্ষেপা পটুয়া (৪৫) আবার পটচিত্র না আঁকলেও গ্রামে গান গেয়ে পট দেখিয়ে রুজির সংস্থান করেন। তবে বর্তমানে চাহিদা না থাকায় পট খেলানোকে ক্ষেপা পটুয়া উপ-জীবিকা হিসেবে রেখেছেন।তিনি সাপ খেলাতেও জানেন। ক্ষেপা পটুয়ার জন্ম ও আদি বাড়ি কাঁতুর হাট।তিনি গোকর্ণর প্রয়াত লাল পটুয়ার জামাই।বিবাহের পর থেকে গোকর্ণতেই তিনি থাকেন। তার নিজস্ব জমি জায়গা নেই। তিনি অন্যের জমিতে চাষের কাজ করেন এবং রাজমিস্ত্রির সাথে জোগালে খাটেন।[৪] তিনি ছাড়া তার পরিবারের অন্যকেউ পট খেলানো বা পট শিল্পের সাথে কোনরকম ভাবে যুক্ত নয়।

গোকর্ণের পটশিল্প বর্তমানে লুপ্তপ্রায় বলা যায়। এই গ্রামের তথা সমগ্র মুর্শিদাবাদ জেলার পটশিল্পের অবস্থাই শোচনীয়।পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুরের পটশিল্পে যে সজীবতা দেখা যায় তা এই জেলায় অলক্ষণীয়।ঐ দুই জেলার পটুয়ারা বর্তমানে বছরের বেশীরভাগ সময়েই পটচিত্রের পসরা নিয়ে বিভিন্ন মেলায় বসেন।[৫] অনেকক্ষেত্রে পটুয়া দম্পতি একসাথে মেলাগুলিতে ঘোরেন।কিন্তু মুর্শিদাবাদ জেলার পটুয়াদের মধ্যে এই প্রবণতা নেই। এখানকার পটুয়া সম্প্রদায় তাদের বংশপরম্পরাগত জীবিকাকে অনেকাংশে বর্জন করেছে। প্রসঙ্গত বলতে হয় মুর্শিদাবাদ জেলার পটশিল্পের ক্ষেত্রে 'গণকর' ঘরানা একদা সুখ্যাত ছিল। 'গণকর' ঘরানার 'রাসলীলা' ও 'কৃষ্ণলীলা' পটদুটি গুরুসদয় মিউজিয়ামে সংরক্ষিত রয়েছে। এই জেলার পুরাতন পট অনেক সংগ্রহশালাতেই রক্ষিত রয়েছে। কিন্তু আজ এই জেলার পটশিল্প অতল গহনে।

গোকর্ণের পটুয়া গীত : বংশপরম্পরায় পটুয়া সম্প্রদায়ের মৌখিক সৃষ্টি পটুয়া সঙ্গীত হস্তান্তরিত হয় পরবর্তী প্রজন্মের কাছে। পটুয়া সঙ্গীত বাঁধা হয়েছে পটচিত্রের প্রয়োজনে।সুতরাং দেবতাকে বশ করতে ,শ্রমলাঘব করতে,শিশুকে ঘুম পাড়াতে ,আনন্দ প্রকাশ করতে,বন্য প্রাণীকে সুরের যাদুতে মোহিত করতে,যৌন জীবনের ছোঁয়াতে বা লোকনৃত্য থেকে, যেমন লোকসঙ্গীতের জন্ম হতে পারে তেমনি জীবিকার প্রয়োজনে বাঁধা একধরনের লোকসঙ্গীত হল পটুয়া সঙ্গীত ।পটচিত্র ও পটুয়া সঙ্গীত হল অভিন্ন আত্মা। উভয়ে মিলে পটুয়াদের শিল্প সম্পূর্ণতা পায়। পটুয়াদের জড়ানো পটে যে একাধিক চিত্রের মাধ্যমে একটি কাহিনী বর্ণনার প্রচেষ্টা থাকে তা পটুয়া সঙ্গীতের মাধ্যমে বাঙময় হয়ে ওঠে।জড়ানো পটের দুটি চিত্রের মধ্যবর্তী কিছু ঘটনা ,যা পটচিত্রে দৃশ্যত থাকে না তা পট সঙ্গীতের মাধ্যমে বর্ণিত হয় এবং কাহিনীটি পরিপূর্ণতা পায়। তবে পট সঙ্গীত যা বংশপরম্পরায় বিকশিত ও স্মর্তব্য তা চর্চার অভাবে হারিয়ে যাচ্ছে ।পটচিত্র বিভিন্ন মেলায় বিপণন যোগ্য, কিন্তু পট সঙ্গীতের ব্যবহার শুধুমাত্র গ্রামে গ্রামে ঘুরে পটচিত্র সহযোগে ভিক্ষা অর্জনের সময়।তাই গ্রামে বেড়িয়ে পটুয়াদের ভিক্ষা অর্জনের জীবিকা অপ্রচলিত হওয়ার সাথে সাথে পট সঙ্গীতও হারিয়ে যাচ্ছে ।বর্তমানে পটুয়া সম্প্রদায়ের খুব কম সংখ্যক পটুয়ার স্মৃতিতে পটুয়া সঙ্গীতের অবশেষ রয়েছে। গোকর্ণের ক্ষেপা পটুয়ার স্মৃতি থেকে দুটি পটের গান পাওয়া যায়।[৬] একটি গরুর পট বিষয়ক গান ও অন্যটি বেহুলা -লখিন্দরের পট বিষয়ক গান। গান দুটির সুর যন্ত্রস্থ করেছি। গরুর পট বিষয়ক গানটির কথা নিম্নে লিপিবদ্ধ করা হল-

আজ গরু বড় ধন মাগো গরু বড় ধন
আর যার গোয়ালে গরু নাই মা বৃথা ওই জীবন।
আজ সাত বউকে ডাক দিয়া মাগো কহে নীলবতী
আজ কপিলার সেবা মাগো করো নিত্যনিতি।
আজ প্রথমে গোয়াল কাড়া (ক) পালি মাগো বড় বউয়ের হল
আজ বড় বউটি বলে মাগো জ্বালার ওপর জ্বালা
আজ ভেবে চিন্তে দেখেন মাগো মেজ বউয়ের পালা।
আজ মেজ বউতে সেজ বউতে মাগো চাল ধুতে যায়
আজ ভিজে চাল পেয়ে মেজ বউ খাবল মুঠি খায়।
আজ আরেকটি বউ আছে মাগো কপাটেরই আড়ে
আজ লাফ দিয়ে ঝাঁপ মারতো বড় ভাসুরের ঘাড়ে।
আজ রম ঝম করে বউমা গোয়ালে দিল পা
আজ খিচ - গোবর (খ) দেখে বউমা কপালে মারে ঘা।
আজ শুভ বুদ্ধির বউটি মাগো কুবুদ্ধি ঘটালো
আজ উল্টো ঝাঁটার বাড়ি গরুকে মারিল।
আজ পঞ্চ মাসের গর্ভগাভী মাগো খসিয়া পড়িল

আজ কাঁদিতে কাঁদিতে গাভী অন্য পালে (গ) গেল।
আজ ভালো হল ঘুঁচে গেল মাগো শ্বশুর বাড়ির পাল
আজ দুই সন্ধ্যা গোয়ালে কাড়া ঘুচিল জঞ্জাল।
আজ ঐ পথে বেঁচে আসছে মাগো দৈধ নীলবতী
আজ গিন্নির কাছে বিদায় নিচ্ছেন মা ভগবতী।
আজ ফিরে চল মা কপিলা ফিরে চল বাড়ি
আজ তোমার সাক্ষাতে বউকে দেব নরবলি।
আজ নাপিত ডাকিয়া বউয়ের কেশ মুড়াল
আজ ব্রাক্ষণ ডাকিয়া বউকে নরবলি দিল।
আজ হাতের দশটি আঙুল কেটে মাগো সলতে পাকাল
আজ হাঁটুর মালুই চাকি লইয়ে প্রদীপ গড়িল।
আজ মাথার ঘৃত্য লইয়ে মাগো ধুপসী (ঘ) বানালো
আজ তবে গিয়ে নব লক্ষ্মীর পাল ফিরে বাড়ি এল।
আজ এই কুঠি হল মাগো গরুর পালন
আজ মন দিয়া শুনুন মাগো সাত বউয়ের নিবারণ।
আজ সকালবেলায় ছড়া (ঙ) ঝাঁটি সন্ধ্যাবেলায় বাতি
আজ তাহার ঘরে বিরাজ করবেন মা ভগবতী।
আজ সকালে উঠিয়া যারা গোয়াল কাড়িতে যায়
আজ গঙ্গাস্নানের ফল মাগো গোয়ালে বসে পায়।
আজ রবির পুত্র যমরাজা যার যম নামটি ধরে
আজ বিনা অপরাধে পাপীদের দন্ডী নাহি করে।
আজ চিত্রগুপ্তের মত যারা দিবারাত্রি লেখে
আজ যার যখন অভীষ্ট লেখন দুই ভাইতে লেখে।
আজ দেব দেবতার ফল যেজন চুরি করে খায়
আজ তপ্ত সাঁড়াসি লইয়া জিহ্বা টেনে নেয়।
আজ ভানানি (চ) চাল যেজন মাগো ভুল করে খায়
আজ ঢেঁকিশালে (ছ) ফেলে তাকে মস্তক ওপার দেয়।
আজ নিজের পতি থাকতে যে জন পর পতি সাধনা করে
আজ খাজুর গাছে তুলে তাকে উচিত শিক্ষা দেবে।
আজ হেরে মুনি বেশ্যা ছিলেন বহুত পাপের পাপী
আজ চালের অন্নদান,বস্ত্রদান মা অনেককিছু দানধ্যান করেছিল
আজ সোনার পুষ্পরথে কালদূত স্বর্গে নিয়ে গেল।
আজ জয় জগন্নাথের পুরীতে মাগো জাতি বিচার নাই

আজ চন্ডালে প্রসাদ দেয় মা সকলেতে খায়।
আজ বাড়ি আমার গোকর্ণ মাগো বাড়ি আমার গোকর্ণ
নামটি আমার ক্ষেপা পটুয়া হয়
আর জেলা আমার মুর্শিদাবাদ জানেনতো সবাই।

ক) গোয়াল কাড়া ঃ গোয়াল পরিস্কার করা, খ) খিঁচ্ -গোবর ঃ গোপ্রস্রাব মিশ্রিত পাতলা গোবর,
গ) পালঃ গরুর দল, ঘ) ধুপসী ঃ ধুনুচি, ঙ) ছড়া ঃ গোবর জল ছিটে , চ) ভানানি ঃ ভানাই,
ছ) ঢেঁকিশাল ঃ যেঘরে ঢেঁকি থাকে ও ধান ভানা হয়।

সংগ্রহ তারিখ ঃ ১১ চৈত্র ,১৪২২ বঙ্গাব্দ,শুক্রবার

বর্ণনাকারী ঃ ক্ষেপা পটুয়া, গ্রাম + পোঃ- গোকর্ণ, থানাঃ কান্দি, জেলা-মুর্শিদাবাদ,পিন -৭৪২ ১৩৬।

পটের গানের শেষে রয়েছে যমের পালা,যেখানে যমরাজ পাপীদের দন্ড দেয়। অপরাধীর শাস্তি হয়। এর মাধ্যমে একটি বার্তা দেওয়ায় চেষ্টা হয়। যমের পালা গাওয়ার সময় পটুয়া শিল্পী গলা চড়ায়।শ্রোতাদের নীতিশিক্ষা প্রদানের এক প্রচেষ্টা থাকে।তাই এই পটশিল্পের মাধ্যমে গনমনোরঞ্জন ও লোকশিক্ষা - উভয়ই হয়।তবে অন্যান্য লোকসঙ্গীতে যে সুরের যাদু থাকে ,পট গীতে তা নেই।বরং একঘেঁয়েমি রয়েছে। পট গীতের কথা ও সুরে আঞ্চলিকতার প্রভাবও লক্ষণীয়।গোকর্ণের ক্ষেপা পটুয়ার গানেও তা লক্ষণীয়।একটি কাহিনীর বর্ণনা থাকায় পটের গানগুলি দীর্ঘ হয়। অন্য লোকসঙ্গীতের প্রধান গুন তাদের সংক্ষিপ্ত রূপ,যা পটগীতে প্রযোজ্য হয় না। আরেকটি উল্লেখনীয় বিষয় হল ক্ষেপা পটুয়ার গরুর পট ও বেহুলা-লখিন্দরের পটের গানদুটির রচয়িতাদের নাম পাওয়া যায় না।মৌখিক ভাবে সৃষ্ট সম্পদের এই হল আরেকটি দিক।অনেক ক্ষেত্রেই রচয়িতার নাম হারিয়ে সেটি হয়ে ওঠে সেই সম্প্রদায়ের সম্পদ ।আবার এক্ষেত্রে স্বাধীনতাও অনেক। পটের গান একেক জন এক এক ভাবে করতে পারেন। কোন শৃঙ্খলাবদ্ধতা এখানে নেই। আবার গানগুলির রচয়িতা হিসাবে একের অধিক পটুয়া ব্যাক্তি থাকতেই পারেন। অর্থাৎ যৌথভাবে সৃষ্টি হতে পারে। পরবর্তীতে সেই গান বিকশিত হতে থাকে। রচিত গান শিল্পীর মুখে মুখে স্বতন্ত্রতা লাভ করে।

গুপ্তভাষা : পটুয়া সম্প্রদায়ের জীবনচর্যার অনেকাংশ রহস্যময়। তাদের রহস্যাবৃত জীবনের একাংশ হল তাদের গুপ্তভাষা। পটুয়া সম্প্রদায় যে ভাষায় নিজেদের মধ্যে কথা বলে তা অন্যদের বোধগম্য নয়। বোধ হয় বাংলা ভাষা গ্রহণের আগে তাদের স্বতন্ত্র একটি ভাষা ছিল। বাইরের মানুষের সামনে পটুয়ারা এখনও অবরে সবরে এই গুপ্তভাষায় নিজেদের মধ্যে কথা বলে। মুর্শিদাবাদের পোটো পাড়া গুলির পরিদর্শন ও পটুয়া পরিবার গুলির সাথে অনানুষ্ঠানিক আলাপনের সময়ে বেশ কয়েকবার তাদের অন্যরকম ভাষায় কথা বলতে শুনেছি, যার মানে বোঝা সম্ভব হয়নি। এটি তাদের গুপ্ত ভাষা। এই ভাষা ব্যবহারের মাধ্যমে তাদের একান্তের কথোপকথন সম্ভব হয় ,যা

অন্যরা বুঝতে পারে না ।সমস্ত পটুয়ারাই যে এই গুপ্তভাষা জানে তা নয়।পটুয়া পরিবারের নতুন প্রজন্মের মধ্যে এই গুপ্ত ভাষার চর্চা কম, কোথাও কোথাও নেই বললেই চলে। তবে এই গুপ্তভাষার প্রয়োজন একদা অবশ্যই ছিল বলা যায়।যাযাবর এই পটুয়া সম্প্রদায় তাদের জীবন সংগ্রামে টিকে থাকতে গুপ্ত ভাষাকে আশ্রয় করেছিল।

বর্তমানে এই গুপ্ত ভাষার ব্যবহার কমেছে।গোকর্ণের সুনীল পটুয়া বলেন ,'' এই গুপ্তভাষার এখন আর তেমন দরকার হয় না।''[৭] তবে ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে পটুয়াদের কপটাচার অস্বাভাবিক নয়। উদাহরণস্বরূপ পটুয়ারা তাদের হিন্দু আচরণ প্রদর্শিত করে যখন তারা হিন্দুদের সান্নিধ্যে থাকে এবং একই ভাবে মুসলিম আচরণ প্রদর্শিত করে যখন তারা মুসলিমদের সান্নিধ্যে যায়। যেমন হিন্দু বাড়িতে 'জল' শব্দ মুসলিম বাড়িতে হয় 'পানি' ।একাধিকবার পটুয়াদের ধর্মান্তর হওয়ায় তাদের জীবনচর্যায় যেমন হিন্দু সংস্কার লক্ষ করা যায়, তেমনই ঐস্লামিক আদব কায়দাও তারা অনুসরণ করে। অঞ্চলভেদে পটুয়াদের মধ্যে হিন্দু বা মুসলিম বৈশিষ্ট্য প্রকটাকার নেয়। যেমন মুর্শিদাবাদের গোকর্ণের পটুয়ারা নিজেদের ইসলাম ধর্মাবলম্বী বলে পরিচয় দেয়। কিন্তু একাধিক হিন্দু সংস্কার তাদের জীবন যাপনে লক্ষণীয়।[৮] এই আধা হিন্দু আধা মুসলিম পটুয়ারা তাদের গোপনীয়তা বজায় রাখতে গুপ্ত ভাষা ব্যবহার করে। বাইরের মানুষদের কাছে তারা এই ভাষার অর্থ উদ্‌ঘাটন করে না। অনেক প্রচেষ্টার পর কয়েকজন পটুয়ার কাছ থেকে তাদের ব্যবহৃত কয়েকটা শব্দ ও বাক্য এবং তার বাংলা মানে উদ্ধার করতে পেরেছি।[৯] সেগুলি নিম্নে তালিকাবদ্ধ হয়েছে ঃ

শব্দ.

বাংলা	পটুয়া গুপ্তভাষা	বাংলা	পটুয়া গুপ্তভাষা
১. ঘর	খোগ	১৭. ছেলে	নুকা
২. টাকা	ছুবি	১৮. মেয়ে	নুকি
৩. ভাত	বোতন	১৯. যুবতী	গেলেন
৪. ডাল	লিরুনি /লিরানি	২০. লোক	খেনস
৫. চাল	গেল	২১. মুখ	চুবরা
৬. মাছ	ছামলু	২২. পোষাক	তরি
৭. মাংস	কুটি	২৩. খাওয়া	দুতনি
৮. গোমাংস	খাজুর কুটি	২৪. খাব	দুতব
৯. তরকারি	রিপন	২৫. চলে যাব/পালাব	চুলাব
১০. গরুর দুধ	ফোটকানি	২৬. পালা	চুলো
১১. বিয়ে	হুলহুলা	২৭. চুরি	খুচি
১২. দেখা	তিগ /তিগা	২৮.খারাপ	ফরকট/নেটুক /টাবলা
১৩. মারা	ঠুকা	২৯. ভালো	সারাই

১৪. মারবে	ঠুকাবে	৩০. ঢুকবো	বুরাব
১৫. খিদে	ছিমু	৩১. মারপিট/ঝগড়া	পোকাপুকি
১৬. শিশু	লেল	৩২. প্রেম-ভালোবাসা	থিংলাই

বাক্য

বাংলা	পটুয়া গুপ্ত ভাষা
১. আমাকে এখন চলে যেতে হবে	আমাকে এখন চুলোতে হবে
২. ছেলেটার সাথে মেয়েটার বিয়ে হবে	এই নুকার সাথে এই নুকির হুলহুলা হবে
৩. গন্ডোগোল হবে পালা	ফরকট চুলো
৪. মেয়েটাকে দেখ	গেলেনকে তিগ /নুকিকে তিগ
৫. চুরি করিসনা পালা	খুচি করিসনা চুলো
৬. ছেলেটা এসেছে	নুকা চুলাইছে
৭. খিদে লেগেছে আমাকে খেতে হবে	খুব ছিমু লেগেছে আমাকে দুতনি করতে হবে
৮. ছেলেটার মুখটা দেখ কিরকম	নুকার চুবরাটা দেখ কিরকম
৯. জিনিসটা খারাপ হয়ে গেছে	জিনিসটা টাবলা হয়ে গেছে
১০. ওরকম করিস না	নেটুক
১১. মরে গিয়েছে	লুগরি গিয়েছে
১২. টাকা পয়সার কথা বলে নিয়েছিস?	ছুবি টুবির কথা বলে নিয়েছিস?
১৩. আমি ভাত খাব	আমি বোতন দুতব
১৪.জল খাব	লিরুনি দুতব
১৫. ঘরটা খুব সুন্দর	খোগটা সারাই আছে
১৬. মেয়েটা দেখতে ভালো আছে	নুকি তিগতে সারাই আছে
১৭. ছেলেটার সাথে মেয়েটার ভালোবাসা আছে	নুকার সাথে নুকি থিংলাইছে
১৮. ওদের বাড়িতে মারপিট লেগেছে	ওদের খোগে পোকাপুকি লেগেছে

গোকর্ণের পটুয়া বা বেদেদের ব্যবহৃত এই গুপ্ত ভাষার বাক্যগুলি অবলোকন করে বোঝা যায় যে এরা বাংলা ভাষার মধ্যেই তাদের নিজস্ব গুপ্ত শব্দগুলি সামঞ্জস্যপূর্ণ ভাবে ব্যবহার করে। আমার এই নিবন্ধে গোকর্ণের পটুয়াদের মধ্যে বর্তমান সময়ে যেরকম গুপ্তভাষার অনুসন্ধান পেয়েছি যথাবিহিত লিপিবদ্ধ করেছি।এর অতিশয় গুপ্তভাষা গোকর্ণের পটুয়াদের মধ্যে বর্তমানে প্রচলিত নেই। পটুয়ারা তাদের রোজনামচার জীবনে গুপ্তভাষার প্রয়োগ ক্রমশ কম করায় তাদের গুপ্তভাষাটি বর্তমানে অস্তায়মান। বস্তুত অনুসন্ধান সূত্রের স্বল্পতা হেতু পটুয়াদের এই গুপ্তভাষার সমুল পর্যালোচনা এবং তৎসংক্রান্ত অতিরিক্ত অনুমান ঝুঁকিপূর্ণ।

তথ্যত , গোকর্ণের পটুয়া সম্প্রদায় অনেক দিক থেকে অণুসন্ধিৎসু মনকে আকৃষ্ট করে ।এদের বর্তমান সামাজিক অবস্থান ,ধর্মীয় দোদুল্যমানতা ,কৌলিক জীবিকার থেকে দুরত্ব , হারিয়ে

যেতে থাকা তাদের লোকসঙ্গীত, তাদের নিজস্ব গুপ্ত ভাষা ইত্যাদি সরেজমিনে অনুসন্ধান করতে গিয়ে তাদের সহগামী হয়েছি। এতে তাদের সকরুণ অবস্থা পরিলক্ষিত হয়েছে। প্রাচীন ঐতিহ্যমন্ডিত এই শিল্পী -সম্প্রদায় তাদের আদিম শিল্পকর্মকে ভুলতে বসেছে।গোকর্ণের বেশিরভাগ পটুয়া পরিবারের সাথেই পটচিত্র ও পটুয়া সঙ্গীতের অনুষঙ্গ নেই ।তাদের নামের সাথে 'পটুয়া'পদবির সংযুক্ত থাকাটাই বর্তমানে তাদের চিহ্নত করে ,তাদের শিল্প নয়।

সূত্র নির্দেশ ঃ

১. ক্ষেত্র সমীক্ষা ঃ - গ্রাম + পোঃ - গোকর্ণ, থানা ঃ-কান্দি ,জেলা ঃ-মুর্শিদাবাদ ,পিন - ৭৪২১৩৬, তারিখ ঃ ১১ ই চৈত্র ১৪২২ ব., শুক্রবার।

বহরমপুর বাসস্ট্যান্ড থেকে কান্দি যাওয়ার সড়কপথে গোকর্ণ গ্রামটি পড়ে। বহরমপুর থেকে প্রায় ১৮ কি.মি, বাসে সময় লাগে ৩০-৩৫ মিনিট।

২. ক্ষেত্র সমীক্ষা ঃ - ঐ, তারিখ ঃ ১৭ ই চৈত্র ১৪২২ ব. , বৃহস্পতিবার।

৩. সাক্ষাৎকার ঃ- নাম ঃ প্রসেনজিৎ পটুয়া ,বয়স ঃ ২৭ বছর, পেশা ঃ হাইস্কুলের পিওন ,পটচিত্র আঁকেন,শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বাংলা অনার্স নিয়ে গ্রাজুয়েট এবং ডি.এড পাস, ,আর্থিক স্তর ঃ মধ্যবিত্ত ,ঠিকানা ঃ গ্রাম + পোঃ - গোকর্ণ ,থানা ঃ-কান্দি ,জেলা ঃ-মুর্শিদাবাদ ,পিন - ৭৪২১৩৬ তারিখ ঃ ১০ই চৈত্র ১৪২২ ব. , বৃহস্পতিবার, গ্রহীতাঃ দীপাঞ্জন দে ,স্থানঃ গোকর্ণ।

৪. সাক্ষাৎকার ঃ- নাম ঃ ক্ষেপা পটুয়া ,বয়স ঃ ৪৫ বছর,পেশা ঃ পট খেলানো ,সাপ খেলানো ও জোগালি খাটা,শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ নিরক্ষর ,আর্থিক স্তর ঃ দরিদ্র ,ঠিকানা ঃ গ্রাম + পোঃ - গোকর্ণ ,থানা ঃ-কান্দি ,জেলা ঃ-মুর্শিদাবাদ ,পিন -৭৪২১৩৬, তারিখ ঃ ১৭ই চৈত্র ১৪২২ ব. , বৃহস্পতিবার, গ্রহীতাঃ দীপাঞ্জন দে ,স্থানঃ গোকর্ণ।

৫. নদীয়া জেলা হস্তশিল্প মেলা (২০১৬ ,কৃষ্ণনগর) -তে আগত পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুরের চিত্রকরদের নেওয়া সাক্ষাৎকার।তারিখ ঃ ৩০ শে পৌষ ,১৪২২ ব. (শুক্রবার) , ১ লা মাঘ ,১৪২২ ব. (শনিবার) , ২ রা মাঘ ,১৪২২ ব. (রবিবার) ,সাক্ষাৎকার গ্রহীতা -দীপাঞ্জন দে ,স্থানঃ নদীয়া জেলা হস্তশিল্প মেলা প্রাঙ্গন।

৬. সাক্ষাৎকার ঃ- নাম ঃ ক্ষেপা পটুয়া, প্রাগুক্ত, তারিখ ১১ ই চৈত্র ১৪২২ ব. ,শুক্রবার।

৭. সাক্ষাৎকার ঃ- নাম ঃ সুনীল পটুয়া ,বয়স ঃ ৫২ বছর,পেশা ঃ কলকাতা পুলিশের কনস্টেবল,শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক ,আর্থিক স্তর ঃ মধ্যবিত্ত ,ঠিকানা ঃ গ্রাম + পোঃ - গোকর্ণ ,থানা ঃ-কান্দি ,জেলা ঃ-মুর্শিদাবাদ ,পিন -৭৪২১৩৬, তারিখ ঃ ৩রা চৈত্র ১৪২২ ব. , বৃহস্পতিবার , গ্রহীতাঃ দীপাঞ্জন দে ,স্থানঃ গোকর্ণ।

৮. ক্ষেত্র সমীক্ষা চলা কালে প্রবন্ধকার দেখেছেন গোকর্ণের সুনীল পটুয়ার বাড়িতে ঠাকুরের সিংহাসন রয়েছে,বাড়ির বিবাহিত মহিলারা শাঁখা -সিঁদুর পড়েন ,গ্রামের অনেক পটুয়া স্থানীয়

শ্যামা রায় দক্ষিণা কালীমাতার কাছে মানত করেন ও পাঠা বলী দেন,নামকরণের ক্ষেত্রে হিন্দু নাম বেশি গ্রহণ করা হয় এবং ধর্মে মুসলিম হলেও বাড়িতে হিন্দু দেবতার ছবি থাকায় গরুর মাংস (খাজুর কুটি) ঘরে ঢোকান না।

৯. ক) সাক্ষাৎকার ঃ- নাম ঃ ববি পটুয়া (ক্ষেপা পটুয়ার স্ত্রী),বয়স ঃ ৩২ বছর, গৃহবধু , শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ তৃতীয় শ্রেণী পর্যন্ত , আর্থিক স্তর ঃ দরিদ্র ,ঠিকানা ঃ গ্রাম + পোঃ - গোকর্ণ ,থানা ঃ-কান্দি ,জেলা ঃ-মুর্শিদাবাদ ,পিন -৭৪২১৩৬, তারিখ ঃ ১১ই চৈত্র ১৪২২ ব. , শুক্রবার, গ্রহীতাঃ দীপাঞ্জন দে ,স্থানঃ গোকর্ণ।

খ) সাক্ষাৎকার ঃ- নাম ঃ মাধবী পটুয়া (ক্ষেপা পটুয়ার শ্যালিকা),বয়স ঃ ২৩ বছর, গৃহবধু , শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত , আর্থিক স্তর ঃ দরিদ্র ,ঠিকানা ঃ গ্রাম + পোঃ - গোকর্ণ ,থানা ঃ-কান্দি ,জেলা ঃ-মুর্শিদাবাদ ,পিন -৭৪২১৩৬ তারিখ ঃ ৩রা চৈত্র ১৪২২ ব. , বৃহস্পতিবার, গ্রহীতাঃ দীপাঞ্জন দে ,স্থানঃ গোকর্ণ।

গ) সাক্ষাৎকার ঃ- নাম ঃ প্রসেনজিৎ পটুয়া ,পূর্বোক্ত ,তারিখ ঃ ১০ই চৈত্র ১৪২২ ব. , বৃহস্পতিবার, গ্রহীতাঃ দীপাঞ্জন দে ,স্থানঃ গোকর্ণ।